দৈনিক বাংলা

04 APR 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C10

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

ধর্মশিক্ষা ঃ ধান ভানতে শিবের গীত

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

নবম ও দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক হিন্দু ধর্ম শিক্ষা' বইয়ের অনুশীলনীতে একটি প্রশ্ন ঃ পরমহংস দেব কি উত্তর দিয়েছিলেন ? (পৃষ্ঠা ২৭)।

এটি কোন প্রশ্ন হতে পারে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

বোর্ডের এই বইটির আরও একটি প্রশ্ন ঃ তা হলে কি তোমরা বুঝতে পার যে ভক্ত ঈশ্বরকে পাবেন ?

প্রশ্নের ধরন দেখেই বলা যায় বইটি কি মানের।

হিন্দু ধর্মশিক্ষা বইয়ের ভাষার নমুনা ঃ প্রভু কি করছ তুমি। সব ভুলে গেলেন ? তোমার এবার তো কাউকে দন্ড দেবার কথা নয়।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'গেলে' যে কেন গেলেন হলো তা বোধগম্য নয়।

মুদ্রণ প্রমাদে বইটিতে গৌরচন্দ্র হয়ে গেছে 'গৌরচন্ড', অমৃতত্ব হয়েছে 'অমৃতত্ত্ব'। সংস্কৃতশ্লোকেও ভুল রয়েছে অনেক। যেমন সূর্যপ্রণাম মন্দে 'মহাদ্যুতিম' হয়েছে 'মাহদ্যুতিম', ধ্বান্তারিং হয়ে গেছে 'ধ্বন্তারিং'।

তিনশ আটাশ পৃষ্ঠার বইটিতে হিন্দু ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে প্রচলিত-অপ্রচলিত বিভিন্ন সংস্কৃতশ্লোক। কিন্তু এতে নেই

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিবের গীত

(প্রথম পৃঃ পর)

শুধু ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রটি। অথচ এটি একটি বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। ঈশ্বরের স্বরূপপ্রকাশের জন্য কেন যে এই মন্ত্রটি দেয়া হলো না সেটিই আশ্চর্য।

ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য রবিঠাকুর ও রজনীকান্ত সেনের কবিতা কেন দেয়া হলো তাও বোধগম্য নয়। বইয়ে অবশ্য রজনীকান্তের তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে/মলিন মর্ম মুছায়ে ও রবিঠাকুরের 'অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে' কবিতা দুটিকে বাংলা আদর্শ প্রার্থনার রূপ বলা হয়েছে।

ধর্মের সার কথা বলতে গিয়ে বইয়ে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। ঈশ্বরবাদ অধ্যায়টি পরিচ্ছন্ন নয়,—বক্তব্যের অস্পষ্টতা একে জটিল করে তুলেছে। কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যে গীতার বিশিষ্ট বক্তব্য তা বইটির অধ্যায় ৩টিতে উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া ছত্রপতি শিবাজীকে জ্ঞানযোগী হিসেবে তুলে ধরা কতটুকু সমীচীন ?

শ্রীগুরুতত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ দেখান বলে বৈষ্ণবগণ গুরুকে শ্রীগুরু বলেন। এটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবগণ শিক্ষাগুরুকে শ্রীগুরু বলে আখ্যায়িত করেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অধ্যায়টিতে সংস্কৃতশ্লোকের বাহুল্য পুরো বিষয়বস্তুকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। এ থেকে সহজেই অনেক গুলো শ্লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। কারণ এই পাঠ্য বইটির লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের দুর্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক শেখানো নয়—উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ও পরিষ্কারভাবে বোঝানো।

শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যানগুলোকে আরও সংক্ষিপ্ত ও সংযতভাবে লেখা যেতো। ভক্তের সেবায় ভগবান গল্পটিতে অর্জুন মিশ্রের কাহিনী রয়েছে। এটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা উচিত ছিল।

চরিতামৃত অধ্যায় ঋষি অরবিন্দ ও অনুকূল ঠাকুরের জীবনী সংযোজিত হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এর বদলে সাধক বামা ক্ষ্যাপা, পাওহাড়ী বাবা, সাধক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, সুরদাস, ত্রৈলঙ্গ স্বামীসহ বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী দেয়া যেতো।

অনুকূল ঠাকুর ও অরবিন্দের জীবনী ধর্ম বইয়ে স্থান দেয়ায় অনেক অভিভাবক প্রশ্ন তুলেছেন। তাহলে স্বরূপানন্দ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতো অনেক ধর্মগুরুর জীবনী বইয়ে দেয়া উচিত। তা না হলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে।

বিভিন্ন শিক্ষক বলেছেন, সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা কমিয়ে ও অতিকথন এড়িয়ে বইটিকে আরও সংক্ষিপ্ত করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন অধ্যায় শেষে যেসব প্রশ্ন দেয়া আছে তার শেষ কিছুরই উত্তর বইটিতে নেই। সে জন্যে অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর পরিমার্জনা দরকার।

এই বইটির রচয়িতা প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ পরেশচন্দ্র মন্ডল। সম্পাদনা করেছেন ধীরেন্দ্রপ্রসন্ন লাহিড়ী।